Sanatan Dharma

শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান কত প্রকার?

শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান কত প্রকার?
উত্তর:-
শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান 5 প্রকার , যথা:-
1. জড়ময় বিজ্ঞান
2. প্রাণময় বিজ্ঞান
3. মনোময় বিজ্ঞান
4. আত্মজ্ঞানময় বিজ্ঞান
5. আনন্দময় বিজ্ঞান

1.জড়ময় বিজ্ঞান এর মধ্যে যাবতীয় জড় বস্তুর সম্বন্ধিত বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "জড়ময় বিজ্ঞান" বলেছে l এর মধ্যে ভৌতবিজ্ঞান , জীবন বিজ্ঞান , অংকবিজ্ঞান ,মহাকাশ বিজ্ঞান , জ্যোতিষ বিজ্ঞান , গ্রহ-নক্ষত্র বিজ্ঞান ,আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ,দেহ বিজ্ঞান , গতিবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান , যন্ত্র বিজ্ঞান , রসায়ন বিজ্ঞান , বাস্তু বিজ্ঞান , খাদ্য বিজ্ঞান , রাজনীতিবিজ্ঞান , অর্থশাস্ত্রবিজ্ঞান , ইত্যাদি আরো বহু প্রকারের জড় বিজ্ঞান আছে -শাস্ত্রে এইগুলোকেই "জড়ময় বিজ্ঞান" বলেছে l

2.প্রাণময় বিজ্ঞান এর মধ্যে "প্রাণ" এর সম্বন্ধিত যাবতীয় সূক্ষাতিসূক্ষ বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "প্রাণময় বিজ্ঞান" বলেছে l এর মধ্যে বিশ্ব ব্রম্ভান্ডে কত প্রকারের(49 প্রকারের) প্রাণ আছে এবং এই 49 প্রকারের প্রাণ কত ভাবে কোথায় কোথায় কি ভাবে কাজ করে বিশ্ব- ব্রম্ভান্ডকে উজ্জীবিত করে রেখেছে তার সূক্ষাতিসূক্ষ বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "প্রাণময় বিজ্ঞান" বলেছে l

3. মনোময় বিজ্ঞান এর মধ্যে "মন " এর সম্বন্ধিত যাবতীয় সূক্ষাতিসূক্ষ বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "মনময় বিজ্ঞান" বলেছে l বিশ্ব ব্রম্ভান্ডে এবং মনুষ্য শরীরে মোট 7 প্রকারের মনের কার্যকারিতার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে l এই 7 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তির বর্ণনাও করা আছে l সাধারণ মনুষ্যএর মধ্যে মাত্র 2 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশ হয় , বাকি 5 প্রকার মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশই হয় না - তাতে সেই মনুষ্য বোকা মূর্খ বা বিজ্ঞানীই হোক না কেন , তবে বোকা অনুন্নত মনুষ্য এর 2 প্রকারের মনের অতি প্রাথমিক অবস্থায় বা ধাপে থাকে এর একজন বুদ্ধিমান বা বিজ্ঞানীর ওই 2 প্রকারের মনের অতি উন্নত অবস্থায় বা ধাপে থাকে-- এই টুকুই তফাৎ l তাই মনুষ্য বোকা মূর্খ বা বিজ্ঞানীই হোক না কেন মাত্র 2 প্রকারের মনের অবস্থা ও শক্তিরই প্রকাশ হয় l বাকি আরো 5 প্রকার মনের অবস্থা ও শক্তির প্রকাশ যে কোনো মনুষ্য এর প্রাপ্ত করবার উপায় শাস্ত্রে বিস্তারিত দেওয়া আছে l

4. আত্মজ্ঞানময় বিজ্ঞান এর মধ্যে "আত্মজ্ঞান " এর সম্বন্ধিত যাবতীয় সূক্ষাতিসূক্ষ বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "আত্মজ্ঞানময় বিজ্ঞান "বলেছে l এই বিশেষ জ্ঞান এর দ্বারা যে কোনো মনুষ্য এর অতি দুর্লভ আত্মজ্ঞান লাভ হয় l

5. আনন্দময় বিজ্ঞান এর মধ্যে "পরমজ্ঞান " এর সম্বন্ধিত যাবতীয়

Published on: Jan, 10 2023 09:18

সূক্ষাতিসূক্ষ বিশেষ জ্ঞানকে শাস্ত্রে "আনন্দময় বিজ্ঞান" বলেছে l এই বিশেষ জ্ঞান এর দ্বারা যে কোনো মনুষ্য এর অতি দুর্লভ সৃষ্টির সর্বোচ্চ জ্ঞান , ত্রিকাল জ্ঞান , সর্বজ্ঞতালাভ ও পরম মুক্তিপ্রাপ্ত হয় , তাই ইহাই বিজ্ঞানের সর্ব শেষ ও সর্বোচ্চ বিজ্ঞান বলে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে l

তাই শাস্ত্র বর্ণিত এই ৫ টি বিজ্ঞান এর কথা এখানে অতি প্রাথমিক ভাবে বলা হলো l

****
****
শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান এর সমস্থ বিভাগ এর উপরে কোন জ্ঞান বিদ্যমান আছে ? উত্তর:- শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞান এর সমস্থ বিভাগ এর উপরে আছে "অদ্বৈত ও রস: বৈ স:" জ্ঞান - বেদান্তে ইহাই সর্বোচ্চ জ্ঞান এর কথা আছে , ইহাকেই বৈষ্ণব সাধনায় মধুররস সাধনার শৃঙ্গার সাধন বলে খ্যাত আছে l

****
*************************** শাস্ত্রানুসারে জড় বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব কত দূর পর্যন্ত ? উত্তর - শাস্ত্রানুসারে জড় বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব প্রাণ এর আগের পর্যন্ত , কারণ প্রাণ একটি পরমাণুর প্রথম সূক্ষতম কণা ইলেক্ট্রন কোনার থেকেও 36 গুন্ সুক্ষতম কণা (তবে বলা বাহুল্য যে জীবাত্মার মূলমহাপ্রাণ 4000+ গুন্ এর অনেক বেশি সুক্ষ) l যদিও বর্তমানের সবচেয়ে এখনো পর্যন্ত উন্নত জড় বিজ্ঞান পরমাণুর প্রথম সূক্ষতম কণার শেষে ইলেক্ট্রন কণার থেকেও 8 গুন্ সুক্ষতম কণার আবিষ্কার মাত্র করতে পেরেছে , তবুও শাস্ত্রে বলছে জড় বিজ্ঞান চেষ্টা করলে পরমাণুর প্রথম সূক্ষতম কণা ইলেক্ট্রন কণার থেকেও 36 গুন্ সুক্ষতম কণা, প্রাণের ঠিক আগের স্তর পর্যন্ত যেতে পারবে কারণ তারপরেই প্রাণময় বিজ্ঞান এর পথ শুরু হয়ে যায় l তাই বলা যায় যে শাস্ত্রানুসারে জড় বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব পরমাণুর প্রথম সূক্ষতম কণা ইলেক্ট্রন কণার থেকেও 35 গুন্ সুক্ষতম কণা পর্যন্ত l
****
পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে যে বিজ্ঞান- তার ভূমিকা কি ? উত্তর:- পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে যে বিজ্ঞান- এর ভূমিকা অপরিসীম কেননা সব তো বিজ্ঞান I তাই শাস্ত্রানুসারে :- 1. জড়ময় বিজ্ঞান 2. প্রাণময় বিজ্ঞান 3. মনোময় বিজ্ঞান 4. আত্মজ্ঞানময় বিজ্ঞান 5. আনন্দময় বিজ্ঞান এই 5 প্রকারের বিজ্ঞান এর স্তর ছাড়া পরম জ্ঞান লাভ হইতেই পারে না কিন্তু এটাও ঠিক যে শুধু জড় বিজ্ঞান কেই জানলেই পরম জ্ঞান এর পথ হয় না , উপরুক্ত বিজ্ঞান এর সব স্তর পার করলে তবেই পরম জ্ঞান এর পথ উনুক্ত হয় l তাই বিজ্ঞান ছাড়া আমরা এক পা ও চলতে পারবো না এই মহা মুক্তির পথে l তাই জানতে হবে যে শাস্ত্রানুসারে বিজ্ঞানের পথ ই প্রকৃত ধর্মের পথ , যিনি বিজ্ঞান ও ধর্মকে আলাদা আলাদা ভাবেন তিনি না বিজ্ঞান এর পথে চলতে পারবেন -না ধর্মের পথে চলতে পারবেন -কারণ শাস্ত্রে এই ৫ বিজ্ঞান এর পথের মধ্যে দিয়েই পরম জ্ঞান ও পরম মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয় l পরম জ্ঞান এর রাস্তায় শাস্ত্রানুসারে যে বিজ্ঞান- এর ভূমিকা অপরিসীম l

Published on: Jan, 10 2023 09:18